দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 SEP 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

009

দৈনিক বাংলা
ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৯৪ : ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

গণসাক্ষরতা

শিক্ষামন্ত্রী মহবুবুর রহমান জানিয়েছেন তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার আওতায় চলতি অর্থ বছর থেকে গণসাক্ষরতা কর্মসূচী চালু হতে যাচ্ছে। এ খাতে বছরে পঁচিশ কোটি টাকা ব্যয় হবে। শিক্ষার বিস্তার, তা সে যে পর্যায় আর মাত্রারই হোক, এ স্বাগত উপলক্ষ। গণসাক্ষরতা কর্মসূচী যদি ন্যূনতম শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়, সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের পথে তা এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বলে বিবেচিত হবে, যা পরিণামে আমাদের অর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথকেই করবে প্রশস্ত। সাক্ষরতা বিস্তারের এ উদ্যোগকে আমরা তাই স্বাগত জানাই।

সাক্ষরতা বিস্তারের উদ্যোগ এ দেশে নতুন কিছু নয়। আমরা মনে করি এ ক্ষেত্রে আমরা পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এর আগেই অর্জন করেছি। সে অভিজ্ঞতা হয়ত তেমন উৎসাহব্যঞ্জক কিছু নয়, আর নয় বলেই অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করে নতুন উদ্যোগকে অর্থবহ করে তোলার অবকাশ রয়েছে। আমরা এ দিকটির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে আগ্রহী।

প্রথমই আসে সাক্ষরতার সংজ্ঞা প্রসঙ্গ। নেহাত নাম সই করতে পারায় ব্যক্তিগত সন্তোষের অবকাশ থাকলেও এর কোনো বাস্তব মূল্য নাই। এতে করে আর্থসামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন আশা করা যায় না। সাক্ষরতার আন্তর্জাতিক সংজ্ঞায় তাই লেখা ও পড়ার ন্যূনতম দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত। অতীতে সাক্ষরতার প্রতিটি অভিযান স্বল্পসংখ্যক লোকের স্বাক্ষর দান ক্ষমতা অর্জনের মধ্যেই শেষ হয়েছে। শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বাঞ্ছিত অগ্রগতির ভগ্নাংশও অর্জিত হয়নি। এ কেবল আমাদের কথা নয়, অনুরূপ কার্যসূচী থেকে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশকেই এ অভিজ্ঞতার মোকাবিলা করতে হয়েছে। সমস্যা মোকাবিলার জন্যে নয়া উদ্যোগ বা কর্মপন্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত ঘটেছে। এক কথায় বলা যেতে পারে, সনাতনী পন্থায় গণসাক্ষরতা কর্মসূচী সর্বত্র আকর্ষণ হারিয়েছে। নতুন করে কর্মসূচী হাতে নেয়ার আগে এদিকটি তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সফলতা অর্জনই হওয়া উচিত লক্ষ্য। সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে হবে।

দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিরক্ষরতার অন্ধকারে ঠেলে রেখে আমরা যেমন সমৃদ্ধ কিংবা উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখতে পারি না, তেমনি বছরে পঁচিশ কোটি টাকা ব্যয়ের ফল যদি হয় কতিপয় লোকের টিপ দেয়ার বদলে নাম সই করার ক্ষমতা অর্জন, এর থেকেও কার্যকর সুফল কিছু আশা করা চলে না। সাক্ষরতা বিস্তারের অভিযানকে তাই ব্যবহারযোগ্য ন্যূনতম শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে অবিচল রাখতে হবে। একমাত্র অনুরূপ লক্ষ্যসম্পন্ন একটি কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বাঞ্ছিত ফললাভ সম্ভব। প্রয়োজনবোধে এক্ষেত্রে নতুন চিন্তার ফসল এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা প্রয়োগের কথা ভাবতে হবে। অন্যথায় আসন্ন কর্মসূচী অতীতের আর দশটা অভিযানের মতোই ব্যর্থতায় সমাপ্ত পাবে।

দরিদ্র দেশে অন্নের লড়াই-এ নিয়োজিত মানুষের জীবনকে শিক্ষার আলোকে তা সে যতো স্বল্প মাত্রারই হোক, ধন্য করার কাজ সহজ তো নয়ই, সর্ব অর্থে দুরূহ কর্ম। সাক্ষরতা বিস্তারের অভিযানগুলোর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ সম্ভবত এখানেই নিহিত। এর জবাবে, জীবনের অবস্থান অক্ষুণ্ণ রেখে শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতি, যা হালে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নামে পরিচিতি লাভ করেছে, তুলনামূলকভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতের কোনো কোনো রাজ্য এ পদ্ধতিতে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এ দেশেও একসময় অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছিলো। আমরা মনে করি সাক্ষরতা বিস্তার কর্মসূচীর সঙ্গে অনুরূপ কিছু উদ্যোগ বিবেচনা করা যেতে পারে। একই সঙ্গে আরও একটা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন, তা হল এই কর্মসূচীকে প্রাত্যহিক জীবনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত করতে হবে। তা না হলে মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উপলব্ধি সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।